MAR 10 2002

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ... ...

পঞ্চগড় ঃ শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল এ্যান্ড কলেজ ভবন। ইনসেটে স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা আজগর আলী —জনকণ্ঠ

পঞ্চগড়ের এক অনন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল এ্যান্ড কলেজ

এ রহমান মুকুল, পঞ্চগড় থেকে ॥ '৭১-এর মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে জীবন উৎসর্গকারী বীর মুক্তিযোদ্ধা পুলিশ সদস্যদের অমর স্মৃতির প্রতি সম্মান দেখিয়ে পঞ্চগড় জেলা সদরে স্থাপিত হয়েছে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান পঞ্চগড় জেলা পুলিশ সুপার আজগর আলী। তিনি তিন দশকের চাকরি জীবনের বিভিন্ন জেলায় পুলিশ সুপার হিসাবে কর্মরত থাকা ছাড়াও অনেক দিন শারদা পুলিশ একাডেমিতে শিক্ষকতার মহান ব্রতে নিয়োজিত ছিলেন। সেই সময় তিনি একাডেমির ২০ একর অনাবাদী জমি সেচের মাধ্যমে আবাদ করে একাডেমির আর্থিক উন্নয়ন সাধনে সক্ষম হন। তখন থেকে তিনি উপলব্ধি করেন শিক্ষা ব্যতীত কোন জাতির পূর্ণ বিকাশ সম্ভব নয়।

তিনি অনুন্নত পঞ্চগড় জেলায় পুলিশ সুপার হিসাবে যোগদানের পর গত বছর ৫ ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'শহীদ পুলিশ স্মৃতি স্কুল এ্যান্ড কলেজ'। করতোয়া নদীবিধৌত পঞ্চগড় শহরের কেন্দ্রস্থলে করতোয়া ব্রিজের দক্ষিণ মহাসড়কের পূর্বপাশে অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই ব্যতিক্রমী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি। আগে এখানে দশ ফুট গভীর খাদ ছিল। ফেলা হতো পৌরসভার ময়লা আবর্জনা। বর্তমান পুলিশ সুপার আজগর আলী পঞ্চগড় জেলায় যোগদানের পর অক্লান্ত পরিশ্রমে শ্রমিক নিয়ে গভীর খাদ বালু ও মাটি ফেলে ভরাট করেন। এরপর প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউ' আকৃতির একটি সেমিপাকা দালান। এতে রয়েছে ৮টি শ্রেণী কক্ষ, একটি অধ্যক্ষ কক্ষ, একটি শিক্ষকদের জন্য কক্ষ। ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে খেলাধুলার সুন্দর ব্যবস্থা। ফলজ বৃক্ষ ও চোখ জুড়ানো ফুলের বাগানে মনোরম করে গড়ে তোলা হয়েছে গোটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ।

তিনি পুলিশ সুপার হিসাবে যোগদানের পর রুটিন কাজের অবসরে সবটুকু সময় কাটিয়েছেন এ স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজে। তাঁর অদম্য ইচ্ছাশক্তির ফলশ্রুতিতে এ বছর ৭ জানুয়ারি জাতীয় সংসদের স্পীকার ব্যারিস্টার হুমির উদ্দিন সরকার এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে স্কুলের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে প্লে-গ্রুপ, নার্সারি কেজি ও স্ট্যান্ডার্ড ওয়ান এই চারটি শ্রেণীতে মোট ১০৫ ছাত্রছাত্রী নিয়ে স্কুলের যাত্রা শুরু হয়। প্রতি বছর একটি করে ক্লাস বাড়িয়ে 'ও' এবং 'এ' লেভেল পর্যন্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হবে এই প্রতিষ্ঠানে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অত্যন্ত দক্ষ ও মেধাবী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠায় যাঁরা আর্থিক অনুদান দিয়ে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম জেমকন লিমিটেডের এমডি লেঃ কর্নেল (অব) কাজী শাহেদ আহম্মেদ, মার্শাল ডিস্টিলারিজের এমডি হারুন ফেরদৌসী। প্রতিষ্ঠানটি সম্প্রসারণের জন্য হানিফ এন্টারপ্রাইজের এমডি স্কুল সংলগ্ন তার একটি জমি স্বল্পমূল্যে বিক্রি ও আর্থিক অনুদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। রাজশাহী বিভাগের ডিআইজি, পঞ্চগড় জেলা প্রশাসক আফতাব হাসান, ২২ রাইফেল ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেঃ কর্নেল আব্দুল কাদির এটি প্রতিষ্ঠায় যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন বলে স্কুল প্রতিষ্ঠাতা আজগর আলী জানান।